পাট অধিদপ্তর
পাট মন্ত্রণালয়

অধিদপ্তরের কার্যাবলী

১। নাম ঃ পাট অধিদপ্তর।
২। সৃষ্টির পটভূমি ও কার্যাবলী ঃ

২.১। পাট পরিদপ্তরের সৃষ্টি হয় ১৯৩৮ সালে। উক্ত পরিদপ্তরের কার্যাবলীর মধ্যে প্রধানত পাট ও পাট শিল্পের উন্নয়ন, বিশ্ব বাজারে কৃত্রিম আঁশের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকার জন্য আকর্ষনীয় মূল্যে সঠিক মান ও গুনের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানী নিশ্চিতকরন পাটের বহুমুখী ব্যবহার ও বাজার সম্প্রসারন পাট ও পাটপণ্য উৎপাদন ও বিপননে নিয়োজিত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষা করন পাট কল, পাট ব্যবসায়ী ও প্রেস মালিকদেরকে লাইসেন্স প্রদান, পাট ব্যবসায়ে অনিয়ম ও চোরাচালান রোধ, কাঁচাপাটের উৎপাদনের পরিসংখ্যানগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে প্রণীত ১৯৬২ সালের পাট অধ্যাদেশ, ১৯৬৪ সালের দি জুট (লাইসেন্সিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) রুলস এবং ১৯৭৪ সালের দি রেকর্ড অব জুট মোভার্স (বর্ডার এরিয়াস) এ্যাক্ট বাস্তবায়ন সহ সময় সময় পাট সংক্রান্ত জারীকৃত সরকারী নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন। পাট পরিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ছিল ৫৭৭।

২.২। বিশ্ব বাজারে পাট ও পাটপণ্যের মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য রপ্তানীর পূর্বে রপ্তানীযোগ্য পাটজাত দ্রব্যাদির মান পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সুপারিশে ১৯৭৮ সালে পাটজাত দ্রব্য পরিদর্শন পরিদপ্তর সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে কাচাপাট এর রপ্তানীপূর্ব মান পরিদশনের জন্য সাবেক বাংলাদেশ পাট রপ্তানী সংস্থার পরিদর্শন উইং এর কার্যক্রম ও জনবল ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে এই পরিদপ্তরে স্থানান্তরিত হয় এবং উক্ত পরিদপ্তরের পুনঃ নামকরণ করা হয় পাট ও পাটপণ্য পরিদর্শন পরিদপ্তর। উক্ত পরিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত জনবল ছিল ২১৬ জন।

২ঃ৩। মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১১ই নভেম্বর ১৯৯২ ইং তারিখের পাম/শা-৯/৭/৯১ (অংশ)/৩৫৮ নম্বর প্রজ্ঞাপন মূলে পাট অধিদপ্তর গঠিত হয়। পাট অধিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ৪৯৪ জন। তম্মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে ৭৫ জন এবং মাঠ পর্যায়ে ৪১৯ জন। ইহার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। অধিদপ্তরের প্রধান মহাপরিচালক। তিনি বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন। অধিদপ্তরের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ৩টি পাটপণ্য পরীক্ষাগারসহ ২০টি সহকারী পরিচালকের কার্যালয়, ৪২ টি মুখ্য পরিদর্শকের কার্যালয় এবং ৭৯ টি পরিদর্শক (পাট) এর কার্যালয় আছে।

৩। পাট অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ক) পাট চাষী, ব্যবসায়ী এবং পাট পাটপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণ।
খ) পাট ও পাটপণ্যের অভ্যন্তরীন ও বহির্বানিজ্য প্রসার ও নিয়ন্ত্রণ।
গ) পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক সকল প্রকার তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ।

(মোঃ ইকরামুল হক চৌধুরী) ২০০২
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
পাট অধিদপ্তর
পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোঃ ফজলুর রব মিঞা ২০০২
মহা পরিচালক
পাট অধিদপ্তর

এ,এফ,এম, সরওয়ার কামাল
ভারপ্রাপ্ত সচিব
পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ঘ) পাট ও পাটপন্যের ব্যবসায় বিভিন্নস্তরের নানা প্রকার অপরাধ বা অন্যায় বা দুর্নীতি, কাপন্যলতার, অনিয়ম, ক্রটি/বিচ্যুতি ইত্যাদির উপর নজর রাখা।

ঙ) বার্ষিক পাটনীতি প্রনয়ানে সরকারকে কৌশলগত পরামর্শ দেয়া।

চ) পাট চাষীদের উন্নত পদ্ধতিতে পাট উৎপাদন, পাট পচানো ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষন দান।

ছ) পাট পণ্যের মান পরীক্ষা ও পরিদর্শন।

৪। **পাট অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ**

১। ১৯৬২ সালের পাট অধ্যাদেশ বাস্তবায়ন।

২। ১৯৬৪ সালের পাট (লাইসেন্সসিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা প্রয়োগ।

৩। ১৯৭৪ সালের রেকর্ড অব জুট গ্রেয়ার্স (বর্ডার এরিয়াস) এ্যাক্ট বাস্তবায়ন।

৪। পাট ও পাটপন্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও অনিয়ম রোধ।

৫। সরকারের পাটনীতি ও সময় সময় জারীকৃত সরকারী নির্দেশ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ।

৬। পাটনীতি প্রনয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।

৭। পাট ব্যবসায় বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স ফি আদায়, কমিশন, দালালী বাছাই ফি নির্ধারন।

৮। সরকারী নীতিমালার আলোকে পাট/পাটপণ্য ব্যবসায়ী ও পণ্য উৎপাদনকারীদের বার্ষিক কার্যাবলী মূল্যায়ন পূর্বক লাইসেন্স মঞ্জুরী, নবায়ন ও বাতিলকরণ।

৯। পাট আবাদি জমির পরিমান ও উৎপাদন পূর্বাভাস ও পূর্ববর্তী বছরের তুলনামুলক পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ।

১০। পাট ও পাটপণ্য ব্যবসায়ী/রপ্তানীকারক/পাট কলের গুদামে বৎসরান্তে মজুত পাটের সরজমিনে নিরীক্ষা, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষন।

১১। সকল প্রকার পাট ও পাটপণ্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স মঞ্জুরী/নবায়ন সংক্রান্ত বাৎসরিক নীতিমালা প্রনয়ন ও সরকাররের অনুমোদনের জন্য প্রেরন।

১২। সরকারী নীতিমালার আলোকে পাট চাষী বা ব্যবসায়ীদের জন্য পাট ও পাটপণ্য ব্যবসায়ীদের ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরী ও মজুত, পরিবহন ইত্যাদি সুবিধার বিষয়ে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।

১৩। পাট ও পাটপণ্য ব্যবসায়ে ক্রয়/বিক্রয় সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ/দাবী তদন্ত করা।

১৪। পাট ও পাটপন্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, মিলে ব্যবহার, রপ্তানী মজুত মুল্য ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করে সরকারকে অবহিতকরন ও সংরক্ষণ।

১৫। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সংগে পাট আবাদি জমির পরিমান ও উৎপাদন সম্পর্কে পুর্ন লিয়াজো রক্ষাকরা।

১৬। পাট অধ্যাদেশ ১৯৬২ এবং পাট (লাইসেন্সসিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা ১৯৬৪ এর বিধান লংঘন জনিত ঘটনা হতে উদ্ভূত বিষয়ে কৌশলগত ও আইনগত পরামর্শ প্রদান।

১৭। ব্যবসা সংক্রান্ত পাটনীতিমালা প্রনয়নের জন্য পাট ও পাটপন্য ব্যবসার সংগে জড়িত সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সংগে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করা ।

(মোঃ ইকরামুল হক চৌধুরী)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
পাট অধিদপ্তর
পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা

মোঃ ফজলুর রব (মঞ্জু)
মহা পরিচালক
পাট অধিদপ্তর
পাট মন্ত্রণালয় ঢাকা।

এ,এস,এম, ...
উপসচিব
পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৮। দেশের চাষীদের মধ্যে পাট ব্যবসা সুষ্ঠু, অবাধ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে তথায় সকল প্রকার লেনদেন ও ক্রয় বিক্রয়ের উপর নিয়মিত নজর রাখা।

১৯। ব্যবসায়ীর সহিত ব্যবসায়ীর (রপ্তানীকারক) ব্যবসায়ীর সহিত চাষীর বেসরকারী ব্যবসায়ীর সহিত সরকারী সংস্থার মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ ও বিরোধ সমূহ আদালতবহির্ভূত আপোষ নিষ্পত্তি বা সংশোধনযোগ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

২০। স্থানীয় রপ্তানীকারকদের বিরুদ্ধে বিদেশী ক্রেতা আমদানীকারকদের বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে নজর রাখা এবং প্রয়োজনমত আপোষ নিষ্পত্তি পূর্বক বিরোধীদের দাবী আদায়ের ব্যবস্থা করা এবং খেলাপকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২১। রপ্তানীকারক, পাটকল সহ পাট ব্যবসায়ীদের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করা । মাঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে বাজার পরিস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং বাজার সম্পর্কে গবেষনা এবং পাটনীতি প্রনয়ন বা পরিবর্তনের জন্য সরকারের নিকট উহা সরবরাহ করা।

২২। সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হলে কোন ব্যবসায়ীকে গুদাম বা বাধাইয়ের সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে কোন গুদাম বা প্রেস অধিগ্রহন করা।

২৩। পাট ব্যবসায় লেনদেনে পাট ব্যবসায়ী, সরকারী সংস্থা ও চাষীর কোন বকেয়া পাওনা পরিশোধের নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা।

২৪। রপ্তানীর উদ্দেশ্যে গুদামে পাট প্রক্রিয়াজাতকালীন যাচাই বাছাই, পরীক্ষন, কাঁচাপাটের রপ্তানীপূর্ব গুনগত মান, আদ্রর্তা, পরিমান ইত্যাদি পরিদর্শন করা।

২৫। পাট চাষীগণ যাতে তাদের পাটের ন্যায্য মূল্য পান বা তারা যাতে মূল্য কিংবা ওজনে না ঠকেন সে লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রপ্তানীকারক বা সরকারী সংস্থায় পাট ক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা।

২৬। পাটকলসমুহে উৎপাদন পর্যায়ে পণ্যমান নিয়ন্ত্রন, পরিদর্শন, উৎপাদিত পন্যের মূল্যায়ন এবং মান সম্পন্ন পাটপণ্য উৎপাদনে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।

২৭। পাটপন্যের ব্যবহারিক ও রাসায়নিক মান পরীক্ষা এবং পাটকল সমুহকে কারিগরী জ্ঞান দান ।

২৮। পাট ও পাটপণ্যের মাসিক রপ্তানী ও রপ্তানী আয়ের পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

২৯। পাটপণ্যের স্থানীয় বিক্রয় নিবন্ধন করা।

৩০। পাটপন্যের বার্ষিক মজুদ নিরীক্ষন ও সংরক্ষন, পাট পণ্যের মান সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত করা।

৩১। গণসংযোগের মাধ্যমে পাটচাষী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরকে উন্নত পদ্ধতিতে পাট চাষ, পাট পচানো ও পাটের শ্রেনী বিন্যাস সম্পর্কে প্রশিক্ষন প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ।

৩২। পাট ও পাটপণ্যের রপ্তানীপুর্ব মান পরিদর্শন ও ছাড়পত্র জারীকরণ।